... আলো

FEB. 21 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৫..

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

তৃতীয় বছরেও ১৮৮টি দেশের কাছে তথ্যসামগ্রী পাঠানো হলো না

মোস্তফা কামাল

একুশে ফেব্রুয়ারির সুবর্ণ জয়ন্তী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তৃতীয় বছরেও মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, ইতিহাস ও তাৎপর্য প্রভৃতির তথ্যসামগ্রী জাতিসংঘের সদস্য ১৮৮টি দেশের কাছে পাঠাতে পারেনি বাংলাদেশ। এই তথ্যসমূহ পাঠানোর ব্যাপারে এ বছর সরকার কোনো উদ্যোগই নেয়নি বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র, শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক ব্যাগে বাংলাদেশের বৈদেশিক দূতাবাসসমূহের জন্য কিছু পোস্টার পাঠানো হয়েছে। এর অধিকাংশই পৌঁছবে একুশে ফেব্রুয়ারির পর। কারণ অধিকাংশ ব্যাগই সপ্তাহে এক দিন পাঠানো হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশে পৌঁছতে ৮/১০ দিন সময় লেগে যায়।

সূত্র জানায়, বাংলা ও ইংরেজিতে পোস্টার ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে (ডিএফপি)। ডিএফপি গত সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৫০০ পোস্টার পাঠায়। ওই দিন থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় বৈদেশিক দূতাবাস এবং বিদেশে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

তথ্যসামগ্রী পাঠানো হলো না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের দূতাবাসে পোস্টার পাঠানো শুরু করে। যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই-তিন সপ্তাহ আগে থেকেই পোস্টারসহ অন্যান্য তথ্যের জন্য তাগিদ দিয়েছিল।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের পর ২০০০ সালের ৪ জানুয়ারি ইউনেস্কো মহাসচিব কোইচিরো মাতসুয়ারা ১৮৮টি দেশের কাছে চিঠি দিয়ে দিবসটি পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর পরপরই বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের কাছে মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি প্রভৃতি তথ্যাদি চেয়েছিল। বিগত সরকার এ তথ্যাদি সরবরাহ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও পাঠাতে পারেনি। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রকল্প অফিস জানায়, চলতি বছরের মাঝামাঝি নাগাদ তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে তথ্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিগত সরকারের সিদ্ধান্তটি বহাল রাখবে বলে জানা গেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য ও পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য ছয়টি ভাষায় (ইংরেজি, স্পেনীয়, চীনা, রুশ, আরবি ও জাপানি) পুস্তিকা ও সিডিতে ধারণ করে ১৮৮টি দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একই সঙ্গে একটি ওয়েবসাইট খোলারও সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়েছে এবং আগামী এপ্রিলের মধ্যে এ লক্ষ্যে কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে।

এছাড়া গত বছর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে যে প্রামাণ্য চিত্রটি তৈরি করেছিল সেটিও ছয়টি ভাষায় রূপান্তর করা হবে বলে জানা গেছে। তবে কবে নাগাদ শেষ হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কেউ বলতে পারেনি।